এই প্রকল্পে ৩০ হাজার ৯৬০ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নারায়ণগঞ্জের জাহিন নিট ওয়্যার থেকে প্রশিক্ষণের ছবি তুলেছেন পাপ্পু ভট্টাচার্য্য

টেক্সটাইল শিল্পে প্রশিক্ষণ পাবে ৩১ হাজার লোক

একরামুল হুদা

দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে টেক্সটাইল শিল্প দিন দিন সামনের দিকে এগোচ্ছে। বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমস্যার পাশাপাশি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে দক্ষ জনশক্তির অভাব।

এ খাতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ ঠিক রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

এসইআইপি প্রকল্পের প্রধান সমন্বয়ক এইচ এম মাহফুজুর রহমান বলেন, এই প্রকল্পের দুটি উদ্দেশ্য। বর্তমানে নিয়োজিত জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় তিন বছরে ৩০ হাজার ৯৬০ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি নির্দিষ্ট ভাতা ও একটি সনদপত্র দেওয়া হবে। এ ছাড়া এডিবির শর্তানুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরির ব্যবস্থাও করবে বিটিএমএ। তবে যাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করবে, তাঁদের অন্তত ছয় মাস সেখানে চাকরি করতে হবে বলে তিনি জানান।

প্রশিক্ষণ পাবেন কারা

এসইআইপি প্রকল্পের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন সমন্বয়ক এ টি এম ফয়েজ আহমেদ বলেন, তিন ধরনের কর্মী ও কর্মকর্তারা এই প্রশিক্ষণ পাবেন। যাঁদের এই শিল্প সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই, যাঁরা এত দিন অন্যদের কাজ দেখে কাজ শিখতেন, তাঁদের দেওয়া হবে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ। এই পর্যায়ের ২১ হাজার ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণটা হবে কর্মী পর্যায়ে।

যাঁরা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের দেওয়া হবে মাধ্যমিক পর্যায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণও কর্মী পর্যায়ে। তিন বছরে মোট ৭ হাজার ৬৮০ জনকে দেওয়া হবে এই প্রশিক্ষণ।

এরপর পৃষ্ঠা ২

টেক্সটাইল শিল্পে প্রশিক্ষণ পাবে ৩১ হাজার লোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই শিল্পে নিয়োজিত আছে এমন ব্যবস্থাপকদের দেওয়া হবে উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণ। তিন বছরে ১ হাজার ৬৮০ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

সহকারী কোর্স সমন্বয়ক মো. রবিউল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উচ্চপর্যায়ে শুধু ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কোর্স থাকবে ২০টি। মোট ৮০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ হবে এক মাসব্যাপী। মাধ্যমিক পর্যায়ে কোর্স থাকবে আটটি। এ পর্যায়ে দুই মাসে মোট ১৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উচ্চপর্যায়ে ১২ ঘণ্টার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একজন প্রশিক্ষণার্থী এর যেকোনো একটি কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

কারা পাবেন প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কারা পাবেন, সেটা নির্ধারণ করবে বিটিএমএর নির্ধারিত কারখানাগুলো। কারণ এ কারখানাগুলোতেই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে চাকরিরও ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য বিটিএমএর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করে কোন কোন কারখানায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা জেনে নিয়ে সে কারখানাগুলোতে আবেদন করতে হবে। উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কারখানা থেকে যাঁরা প্রশিক্ষণ পেতে ইচ্ছুক, তাঁদের তালিকা চাওয়া হবে। সেই তালিকা থেকে বিটিএমএ নির্ধারণ করবে কাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা: ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৮), পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ফোন: ৯১০১৫০৮, ৯১৩০৯৬৯
ওয়েবসাইট: www.btmadhaka.com

21.08.2015 Prothom Alo